প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৪ এপ্রিল ২০১৮

রানা প্লাজা ধসের পাঁচ বছর পূর্তিতে ব্লাস্ট সহস্রাধিক শ্রমিকের ও অনেকের আহত হবার ঘটনায় এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের পক্ষে জনস্বার্থ মামলাসহ সকল মামলার দ্রুত বিচার এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ ও নূন্যতম মানদন্ড নির্ধারনের দাবী জানাচ্ছে

আজ ২৪ এপ্রিল ২০১৮ রানা প্লাজার ধসের পাঁচ বছর পূর্তিতে ব্লাস্ট দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার দাবী করছে। একইসাথে আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও উচ্চ আদালতের নজির অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধান অর্ন্তভুক্ত করে শ্রম আইন সংশোধন, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরন এবং ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দ্রুত প্রদানের জন্য দাবী জানাচ্ছে।

বিচার প্রক্রিয়ার শেষ অবস্থা:

২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধ্বসের এ ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মোট **১৪টি ফৌজদারী মামলা, ০১টি দেওয়ানী মামলা ও মহামান্য হাইকোর্টে ০৪টি রীট মামলা** দায়ের করা হয়।

১৪টি ফৌজদারী মামলা:

- **ঢাকার প্রথম শ্রম আদালতে ১১টি ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন আছে:** দূর্ঘটনার নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতা ও বিপদজনক পরিণতি সংক্রান্ত আইন লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **হতে ঢাকার প্রথম শ্রম আদালতে ১১টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে ০১টি মামলার অভিযোগ শুনানী**র জন্য, ০৬টি মামলা আসামীদের উপস্থিতির জন্য এবং অবশিষ্ট ০৪টি মামলা গ্রেফ্তারী পরোয়ানা তামিল সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিচারাধীন আছে।
- **০৩টি ফৌজদারী মামলা ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে এবং ঢাকার দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন আছে** The Building Construction Act, 1952 অমানা ও অবহেলাজনিত মৃত্যুর কারনে ১ভবনের মালিক, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ১) রাজউক কর্মকর্তা কর্তৃক ০১টি, ২) সাভার মডেল থানার কর্মকর্তা কর্তৃক ০১টি এবং ৩) রানা প্লাজা ধ্বসে নিহত একজন শ্রমিকের স্ত্রী কর্তৃক অপর ফৌজদারী মামলাটি দায়ের করা হয়। বর্তমানে The Building Construction Act, 1952- এর অধীনে দায়েরকৃত প্রথম মামলাটি ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে এবং অপর ০২টি মামলা একত্রে ঢাকার দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন আছে। উল্লেখ্য যে, ০২টি মামলার ০৭জন আসামী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন হওয়ায় তারা উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দায়ের করে ন এবং বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা ০২টির কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

ক্ষতিপূরণ আদায়:

- **ক্ষতিপূরন আদায়ের জন্য ঢাকার দ্বিতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন আছে:**
  নিহত অপর আরেকজন শ্রমিকের উত্তরাধিকারীগণ ক্ষতিপূরন আদায়ের জন্য ঢাকার দ্বিতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে একটি অর্থ মামলা দায়ের করে, যা বর্তমানে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে।
- **মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ০৪টি রীট বিচারাধীন আছে।**
  ইতোমধ্যে একজন প্রতিপক্ষ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের জন্য সাউথ ইস্ট ব্যাংককে যথাযথ নির্দেশনা প্রদানের প্রার্থনায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে একটি দরখাস্ত করে। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে ব্লাস্ট হতে লিখিত জবাব দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে দরখাস্তটি শুনানী অন্তে মহামান্য আদালত না-মঞ্জুর করেন।

ঘটনার দীর্ঘ ৫ বছর অতিবাহিত হলেও আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, **অদ্যাবধি কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি, এমনকি ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক কিংবা তার পরিবারকে দেয়া হয়নি কোন ক্ষতিপূরণ, যদিও ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকগণ এবং তাদের পরিবার রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে**। কিন্তু ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণকে অদ্যাবধি বিচারের আওতায় এনে ক্ষতিপূরন প্রদানে বাধ্য করা যায়নি।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী নিহত শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম ০১ লক্ষ টাকা এবং আহত শ্রমিকদের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য আছে, যা আদৌ সময়োপযোগী কিংবা আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দুর্ঘটনার শিকার কোন আহত বা নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণের সময়ে অবশ্যই তার ভবিষ্যত মজুরী, চাকুরী শেষে প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি, অনুমিত চিকিৎসা খরচ, পরিবারের পোষ্যদের অনুমিত খরচ, দুর্ঘটনার পরবর্তী শ্রমিকের মানসিক চাপ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও উচ্চ আদালতে নজিরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং এগুলো আমলে নেবার জন্য আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি।

এখানে সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন- এর মৃত্যু এবং কিছুদিন আগে সড়ক দূর্ঘটনায় তারেক মাসুদের মৃত্যুর পর তার পরিবারের পক্ষ হতে মামলা, এমভি নাসরিণ লঞ্চ ডুবির মামলা ৩টি বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য। প্রথম মোকদ্দমায় মহামান্য আপীল বিভাগ ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১৭,১৪৭,০০৮ টাকা তার উত্তরাধিকারীগণের বরাবরে পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ বেভারেজকে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া এমভি নাসরিণ লঞ্চ দুর্ঘটনার মোকদ্দমায় বিচারিক আদালত ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১৭১,১০০,০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ যাত্রী/পরিবারকে প্রদানের জন্য লঞ্চ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন, যা পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বহাল রয়েছে। এ সকল মোকদ্দমায় loss of earning, gratuity, pain and suffering, বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়াসহ প্রস্তাবিত Employment Injury Insurance Scheme চালু করার জন্য ব্লাস্টের পক্ষ হতে জোর দাবী জানানো হচ্ছে।

ব্লাস্টের পক্ষ হতে বিভিন্ন কর্মসূচী:

রানা প্লাজা ধ্বসের পাঁচ বছর পূর্তিতে ব্লাস্ট সকল শ্রমিক ও উদ্ধারকর্মীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে এবং দিনটি উপলক্ষ্যে ব্লাস্টের পক্ষ হতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে-

১) ২০ এপ্রিল ২০১৮

গার্মেন্টস শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও আইন সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে সজাগ কোয়ালিশনের পক্ষে **আশুলিয়ার দূর্গাপুর মডেল স্কুল প্রাঙ্গণে সারা দিনব্যাপী লিগ্যাল এইড ক্যাম্পে** আয়োজন, যেখানে ব্লাস্টের প্রতিনিধি, স্টাফ আইনজীবী ও প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে বিনামুল্যে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আবেদন গ্রহণ এবং সালিশ ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২) ২৪ এপ্রিল ২০১৮

- সকল নিহত ও আহত শ্রমিক এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিশেষ করে উদ্ধারকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর আয়োজনে **সকাল ৮:৩০ মিনিটে জুরাইন কবরস্থানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ১ মিনিট নীরবতা পালন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়**।

- **সকাল ১১ টায় সাভার রানা প্লাজার সম্মুখে নাগরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে** অংশগ্রহণ।

- ব্লাস্টের উদ্যোগের ফলে **দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিদ্যালয়গুলোতে সকালের এসেম্বলীতে ১ মিনিট নীরবতা পালন**।

- জেলা পর্যায়ে ব্লাস্টের বিভিন্ন ইউনিটসমুহের আয়োজনে নিহত ও আহত শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে **জেলাসমুহের শহীদ মিনার ও ইউনিট অফিসের সম্মুখে মোমবাতি প্রজ্জলনসহ প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচী, মানব বন্ধন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন** কার্যক্রমের আয়োজন করা।

বার্তা প্রেরক:
ফারজানা ফাতেমা
সমন্বয়কারী (এডভোকেসী ও কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইল: farjana@blast.org.bd
মোবাইল নং: ০১৭২৩৮২৪৪৫১